চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২৭ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.

কর্ণফুলী বাঁচলেই চট্টগ্রাম বাঁচবে
চট্টগ্রাম বাঁচলেই দেশ বাঁচবে : মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, কর্ণফুলী বাঁচলেই চট্টগ্রাম বাঁচবে, চট্টগ্রাম বাঁচলেই দেশ বাঁচবে। চট্টগ্রাম বন্দর হচ্ছে দেশের অর্থনীতির হৃদপিন্ড। কর্ণফুলীকে বাঁচাতে হলে নগরীকে পলিথিনমুক্তসহ সকল আবর্জনা পরিস্কারে নগরবাসীকে নাগরিক দায়িত্ব পালনে ব্রত নিতে হবে। নগরীকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা গেলে দেশব্যাপী এর প্রভাব পড়বে। তাই যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না। এই ¯েøাগানকে ধারণ করে এ্যাড ভিশন নগরীতে মাসব্যাপী পরিচ্ছন্ন অভিযান ২০২২ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই। আজ বৃহস্পতিবার সকালে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবনের সম্মুখে এ্যাড ভিশন'র মাসব্যাপী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কর্মসূচীর উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত কাউন্সিলর তসলিমা বেগম নুরজাহান, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, উপ সচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু, এ্যাড ভিশন'র সভাপতি মো. মাঈনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, এড. কামরুল ইসলাম, হাসান মাসুদ, মো. আইয়ুব, মহিলা সম্পাদিকা সাথী কামাল, নাসরিন তমা, স.ম জিয়াউর রহমান, রাজনীতিক আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম, কালিম শেখ, সংস্কৃতিক সংগঠক নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, পলিথিন পরিবেশের জন্য অভিশাপ ¯^রূপ। এর ব্যবহার বন্ধে চসিক ইতোমধ্যে তিনটি কাঁচাবাজারে মাসব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করে অনেকটা সফলতা অর্জন করেছে। এই সাফল্যের ধারবাহিকতা ধরে রাখতে নগরীর অন্যান্য বাজারগুলো থেকে পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ১৫ফেব্রæয়ারী থেকে বিভিন্ন বাজারে পলিথিন ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে যাবে চসিক। তিনি বলেন, গৃহস্থালী ময়লা আবর্জনা, বর্জ্য ফেলার কারণে খাল, নালা-নর্দমা পরিণত হয়েছে মশার প্রজনন ক্ষেত্রে। অথচ নগরবাসীকে বার বার অনুরোধ ও আহবান জানিয়েছি খাল-নালাকে ডাস্টবিন ভাববেন না, এখানে ময়লা আবর্জনা ও বর্জ্য ফেলবেন না। এই আহŸানকে উপেক্ষা করে একটি মহল এখনো যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে নগরীকে দূষিত করছে। নগরীর বাসিন্দারা হচ্ছে এই শহরের নাগরিক। কাজেই তাদের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা থাকবে এটা প্রত্যাশা করি। পরিবেশের ক্ষতির পাশাপাশি ও খালের পানি দূষিত হচ্ছে। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও নির্মল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে চট্টগ্রামকে একটি বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলার চসিক পরিচ্ছন্ন কর্মীদের একার পক্ষে সম্ভব নয় জানিয়ে নগরবাসীকে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে আহŸান জানান।

সরকারের ¯স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের আলোকে
১৭ফেব্রæয়ারী থেকে চট্টগ্রামে বইমেলা হবে : মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, করোনা মহামারির কারণে গতবছর প্রস্তুতি থাকা সত্তে¡ও অমর একুশে বইমেলা শুরু করতে পারিনি। চসিকের উদ্যোগে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আগামী ১৭ফেব্রæয়ারী চট্টগ্রামে বইমেলা শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারের ¯^াস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বইমেলা আয়োজনের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবনে সম্মেলন কক্ষে 'অমর একুশে বইমেলা ২০২২' উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন, শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, সমাজ কল্যাণ স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি আবদুস সালাম মাসুম, কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান, সৃজনশীল প্রকশনা পরিষদের সভাপতি মহিউদ্দিন শাহআলম নিপু, সাধারণ সম্পাদক আলী প্রয়াস, অভিক ওসমান, দেওয়ান মাকসুদ আহমেদ, জামাল উদ্দিন, ওমর কায়সার, রিয়াজ হায়দার চৌধুরী, শুকলাল দাশ, দিপেন চৌধুরী, মুহাম্মদ শামছুল হক, দীপক কুমার দত্ত, আ ফ ম মোদাচ্ছের আলী, রেহেনা চৌধুরী, মিজানুর রহমান শামীম, মো. নুরুল আবছার, গোফরান উদ্দিন টিটু, রূপম মুৎসুদ্দি, কবি আইয়ুব সৈয়দ, মো. ইকবাল হোসেন, নজরুল ইসলাম মোস্তাফিজ, স.ম জিয়াউর রহমান, প্রণব চৌধুরী, জয়নুদ্দিন আহমেদ জয়, ভাস্কর ডি.কে দাশ মামুন, সমীরণ পাল।

মেয়র আরো বলেন, বইমেলা হলো বইকে উপলক্ষ করে লেখক ও পাঠকের মিলনমেলা। গ্রন্থমেলা নিয়ে গ্রন্থপ্রেমী মানুষের মধ্যে আগ্রহ রয়েছে। এছাড়া করোনা অতিমারির কারণে মানুষ বাসায় বন্দি থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছে। তারা সুযোগ পেলেই বাইরে আসছে সুতরাং বইমেলা শুরু হলে জনসাধারণের প্রাণের স্পন্দন ও পদচারণায় মুখর হয়ে উঠবে বইমেলা। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যারা বিশ্বাস না করে তাদের প্রকাশিত বইমেলায় যাতে স্থান না পায় সেব্যাপারে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, চট্টগ্রাম সবসময় নানাক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অনেক গৌরব-গাঁথায় সমৃদ্ধ চট্টগ্রামের ইতিহাস। এই ইতিহাসকে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কঠোরভাবে ¯^াস্থ্যবিধি মেনে যাতে বইমেলায় ক্রেতা ও পাঠকরা আসতে পারেন সে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে চসিক। উল্লেখ্য গতবছর বইমেলায় ১৩৮টি প্রকাশনী সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিলো তারা এবারও বইমেলায় অংশ নিবেন বলে মেয়র আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩